জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন তরান্বিত করিবার লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন, সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় প্রয়োজন; এবং

যেহেতু বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সকল পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন, কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণের মান পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করিয়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পেশাগত প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নপূর্বক শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরি-বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(২) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

(৩) "গভর্নিং বোর্ড" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বোর্ড;

(৪) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল;

(৫) "দক্ষতা" অর্থে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করিবার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল বা শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সামর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) "নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(৮) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান; এবং

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিল মোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যালয়

৪। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি

৫। (১) একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৬। (১) কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্ম কৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং উহাদের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) এই আইনের পরিধিভুক্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পেশার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) প্রদান করা;

(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচী পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা;

(চ) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;

(জ) শিল্প সংযুক্তিকরণ (Industry Linkage) শক্তিশালী করা;

(ঝ) দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীয় বিবেচনায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং

(ঞ) সরকার বা গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করিবে।

নির্বাহী চেয়ারম্যানের এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৭। (১) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান-

(ক) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(খ) গভর্নিং বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা ও পরামর্শ বাস্তবায়ন করিবেন;

(গ) কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করিবেন।

গভর্নিং বোর্ড

৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করিয়া নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি গভর্নিং বোর্ড থাকিবে, যথা:-

(ক) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীগণ, পদাধিকারবলে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(ঙ) মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সচিব;

(ছ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(জ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন প্রতিনিধি;

(ট) মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন সরকার কর্তৃক মনোনীত এইরূপ ১(এক) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) গভর্নিং বোর্ড, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি

৯। গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলপত্র অনুমোদন;

(খ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(গ) কর্তৃপক্ষ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সামগ্রিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গভর্নিং বোর্ডের সভা

১০। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, গভর্নিং বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) গভর্নিং বোর্ড বৎসরে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠান করিবে।

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে, গভর্নিং বোর্ডের সভা আহবান করিবেন এবং এইরূপ সভা গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) গভর্নিং বোর্ডের সকল সভায় উহার চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, ভাইস চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) গভর্নিং বোর্ড উহার সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

কার্যনির্বাহী কমিটি

১১। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(গ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ঘ) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(ঙ) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র;

(ছ) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর;

(জ) মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর;

(ঝ) মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর;

(ঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড;

(ট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ);

(ঠ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন একজন যুগ্মসচিব;

(ড) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হইতে নির্বাচিত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঢ) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ত) নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) সরকার, আদেশ দ্বারা, কার্যনির্বাহী কমিটির বেসরকারি সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে সহ-সভাপতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।